http://www.prothom-alo.com/

অভিশাপ থেকে বাঁচল রাবিতা

জটিল হৃদরোগে ভুগছিল ১০ বছরের রাবিতা ইকবাল। জন্মসূত্রেই রোগটি পাওয়া। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ৪০ বছর বয়সে মারা যান রাবিতার বাবা। তাঁর দাদাও একইভাবে অল্প বয়সে মারা যান। রোগটি রাবিতার পরিবারে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। সবাই ভেবেছিলেন রাবিতাকেও হয়তো অভিশাপ থেকে বাঁচানো যাবে না।

রাবিতার বাড়ি যশোরে। জেনেটিক ডিসঅর্ডার রোগে ভুগছিল রাবিতা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় রোগটির নাম 'ফ্যামিলিয়াল হাইপাকোলেস্টোরেলিমিয়া'।

হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর রাবিতার শরীরে চর্মরোগ দেখা দেয়। সঙ্গে বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট। রাবিতার পরিবার তাকে ভর্তি করে কলকাতার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিয়াক সায়েন্স হাসপাতাল বা দেবী শেঠি হাসপাতালে। হৃদরোগের বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক মৃণালেন্দু দাস রক্তের পরীক্ষা করে অবাক হয়ে যান। কারণ রাবিতার শরীরে কোলস্টেরলের মাত্রা ছিল অস্বাভাবিক। স্বাভাবিকভাবে যেখানে একজন মানুষের শরীরে কোলস্টেরলের মাত্রা থাকে ২০০ সেখানে রাবিতার রক্তে মাত্রা ছিল এক হাজার ৬৮। শুধু তাই নয়, অ্যাঞ্জিওগ্রামে রাবিতার হৃদযন্ত্রের দুটি ধমনিতেই ব্লক ধরা পড়ে।

চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেননি। মৃণালেন্দু দাসের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি চিকিৎসক দল ৯ মার্চ রাবিতার হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার করেন। সুস্থ হয় রাবিতা।
চিকিৎসকেরা আশা করছেন শিগগিরই রাবিতা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে।

গতকাল শুক্রবার দেবী শেঠি হাসপাতালে এক সংবাদ সম্মেলন করেন চিকিৎসকেরা। সেখানে চিকিৎসক মৃণালেন্দু দাস বলেন, এ ধরনের রোগ বিরল। লাখো মানুষের মধ্যে একজনের হয়। এটি একটি বিরল অস্ত্রোপচার বলে জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন চিকিৎসক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইমানুয়েল রুপার্ট, শৈবাল রায় চৌধুরী, মহুয়া রায়, কুন্তল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

Link: http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/483544/%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%AA-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%B2-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE